চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন বাজেট ২০১৬-২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের বাজেট অধিবেশনে উপস্থিত সম্মানিত প্যানেল মেয়রবৃন্দ, সাধারণ ও সংরক্ষিত ওয়ার্ডের কাউন্সিলরবৃন্দ, সম্মানিত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সচিব ও প্রধান প্রকৌশলী-সহ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সকল বিভাগীয় প্রধানগণ, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সম্মানিত সাংবাদিকবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম। অন্য ধর্মাবলম্বীদেরকে জানাই নমস্কার।

চট্টগ্রাম বার আউলিয়ার পুণ্যভূমি। বিশ্ব ইতিহাসে চট্টগ্রাম একটি ঐতিহ্যবাহী নগরী। বয়স ও সমৃদ্ধির দিক দিয়ে একসময় চট্টগ্রাম ছিল পৃথিবীর অভিজাত বন্দরসমূহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। দুই হাজার বছরের অধিককাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম এশিয়ার শ্রেষ্ঠ বন্দররূপে পরিগণিত ছিল। সেই স্বর্ণালি গৌরবমাখা দিন আমাদের আজো গর্বিত করে এবং চট্টগ্রামকে বিশ্বমানের নগরী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমাদের উদ্বুদ্ধ করে। বর্তমান চট্টগ্রাম মহানগরীতে প্রায় ষাট লক্ষ মানুষের বসবাস। এই মহানগরীর জনসেবা বিবেচনায় প্রধানতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।

আজ আমার সময়কালের ২য় বাজেট অধিবেশন। বিগত ২৮ এপ্রিল ২০১৫ সালে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে চট্টগ্রাম নগরীর সম্মানিত ভোটাররা আমাকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়ে চট্টগ্রামের মেয়র পদে নির্বাচিত করেছেন। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের তৃতীয় নির্বাচিত মেয়র হিসেবে বিগত ২৫ জুলাই ২০১৬ তারিখে এক বছর পূর্ণ হয়েছে। এই অধিবেশনের শুরুতে আমি সর্বশক্তিমান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে লক্ষ-কোটি শুকরিয়া আদায় করছি এবং পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধার সাথে আরো স্মরণ করছি বাহান্নের ভাষা শহিদদের এবং ১৯৭১ সালের ৩০ লক্ষ শহিদ, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা-সহ সকল মুক্তিযোদ্ধাদের। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ হতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আমাকে মেয়র পদে সমর্থন প্রদানের জন্য এবং আমার উপর আস্থাশীল হওয়ার জন্য। স্মরণ করছি চট্টগ্রামের বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার প্রয়াত কীর্তিমান ব্যক্তিদের, যাঁদের শ্রম ও মেধা ব্যয় হয়েছে এই নগর বিনির্মাণে। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি প্রিয় নগরবাসীর কাছে, যাঁরা আমাকে বিপুল ভোটে নির্বাচিত করে নাগরিক সেবা ও উন্নয়নের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছেন।

চট্টগ্রাম মহানগরীর উন্নয়নকল্পে বিগত এক বছরে অনেকগুলো নতুন প্রকল্প গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছি। পরিচ্ছন্ন, সবুজ ও বাসযোগ্য নান্দনিক চট্টগ্রাম নগরী প্রতিষ্ঠার করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করে বাজেট অধিবেশনে উপস্থিত সকলকে শ্রদ্ধা ও সালাম জানিয়ে আমি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের ৫৯২ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকার সংশোধিত বাজেট ও ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের ২২২৫ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকার প্রস্তাবিত বাজেট নগরবাসীর সামনে উপস্থাপন করছি।

সিটি কর্পোরেশন একটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যা স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর আলোকে পরিচালিত হচ্ছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে ১৯৮৮ সালের সরকার অনুমোদিত একটি জনবল কাঠামো রয়েছে। উক্ত জনবল কাঠামোতে বিভিন্ন পদের সংখ্যা ৩১৮০ টি। ফলে ১৯৮৮ সালের জনবল কাঠামোতে অনুমোদিত জনবল দিয়ে চট্টগ্রাম মহানগরীতে বসবাসকারী ৬০ (ষাট) লক্ষ লোকের যথাযথ নাগরিক সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছেনা বিধায় বিভিন্ন সময়ে অস্থায়ী ভিত্তিতে লোক নিয়োগ করে কর্পোরেশনের বিশাল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। নাগরিকদের সেবা চাহিদা পূর্বের তুলনায় অনেকগুণ বেড়েছে। নাগরিকদের যথাযথ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে জনবল বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনপ্রাপ্ত অতিরিক্ত ২৩৪৭ জনের প্রস্তাবিত জনবলের মধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় গত ৪ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে ১০৪৬টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদান করেছেন। বর্তমানে অত্র সিটি কর্পোরেমনে ৭৪৯১ জন স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োজিত আছেন। ইতোপূর্বে অস্থায়ীভাবে নিয়োজিত কর্মচারীগণ তাদের বেতনের ২০% হারে সর্বনিম্ন ১৫০০/- টাকা উৎসবভাতা প্রাপ্ত হতেন। আমি মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারীদের কথা বিবেচনা করে সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে উৎসবভাতা বৃদ্ধি করে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের একমাসের বেতন দুই ঈদে সমানভাবে ভাগ করে এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসবে এক মাসের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ একসাথে প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করি। ইতোমধ্যে সরকার কর্তৃক স্থায়ী কর্মচারীদের মূল বেতনের ২০% হারে বাংলা নববর্ষ বা বৈশাখি ভাতা ঘোষণা করা হলে, সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে স্থায়ী কর্মচারীদের ন্যায় অস্থায়ী কর্মচারীদেরকেও ২০% হারে বাংলা নববর্ষ ভাতাকে উৎসাহভাতা হিসাবে প্রদান করা হচ্ছে। অস্থায়ী কর্মচারীদের বেতনভাতা ২৭% হতে ৩৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ডোর টু ডোর গমন করে বিন এর মাধ্যমে ময়লা আবর্জনা সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট স্থানে রাখার জন্য আরও ২০০০ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

শিক্ষা হচ্ছে অতীত সংস্কৃতির বাহক, বর্তমান সভ্যতার পৃষ্ঠপোষক এবং ভবিষ্যৎ প্রগতির ধারক। শিক্ষা মানুষের মনের অন্ধকার দূরীভূত করে আলোকপ্রাপ্ত সমৃদ্ধ মানুষে পরিণত করে। জন্মগতভাবে প্রতিটি মানুষের মধ্যে যে অমিত মেধা ও সম্ভাবনা সুপ্ত অবস্থায় থাকে এর বিকাশের জন্য প্রয়োজন গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা।

শিক্ষা বিস্তারের ধারাবাহিকতায় মানসম্মত উচ্চশিক্ষা প্রসারে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে ও ভূমিতে প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম-সহ সমগ্র বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। তা ছাড়া চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে বর্তমানে ০২টি কলেজে অনার্স কোর্স চালু-সহ মোট ৭টি ডিগ্রি কলেজ, ১৪টি উচ্চ-মাধ্যমিক কলেজ, ৪৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ০১টি ইংলিশ মিডিয়াম-সহ মোট ৭টি কিন্ডারগার্টেন, ০২টি প্রাথমিক, ০১টি কম্পিউটার ইনস্টিটিউট, ০৫টি কম্পিউটার কলেজ (ক্যাম্পাস), ০১টি থিয়েটার ইনস্টিটিউট (টিআইসি), ১টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ০৪টি বয়স্কশিক্ষা কেন্দ্র, ৩৫০টি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা এবং আরো কতিপয় বিশেষ ধরনের শিা প্রতিষ্ঠান চালু রয়েছে।

সম্প্রতি পাথরঘাটা মহিলা মহাবিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল মডেল স্কুল ও কলেজ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এ বিশাল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসলেও আলাদাভাবে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে নানা জটিলতা পরিলক্ষিত

হচ্ছিল। আমি শিক্ষা বিভাগের কার্যক্রম ঢেলে সাজাতে গিয়ে এ সমস্যাটি উপলব্ধি করি। শিক্ষা বিভাগের কাজে সমন্বয়সাধন ও যাবতীয় জটিলতা নিরসনকল্পে একটি সুষ্ঠু ও যুগোপযোগী শিক্ষা নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। নীতিমালা প্রণয়নে গঠিত কমিটি ইতোমধ্যে একটি খসড়া নীতিমালা প্রস্তুত করেছে। অচিরেই উক্ত নীতিমালা চূড়ান্ত করে শিক্ষা বিভাগের মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা হবে।

চট্টগ্রাম মহানগরীর বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন দীর্ঘদিন যাবৎ স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। স্বাস্থ্য বিভাগ পরিচালিত হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহের চিকিৎসাসেবা আরো উন্নততর ও সুনিশ্চিত করার জন্য মেডিক্যাল অফিসার, নার্স ও মিডওয়াইফ-সহ বিভিন্ন পর্যায়ে ৭৭ জন লোকবল নিয়োগ করা হয়েছে। দুস্থ, দরিদ্র-সহ আপামর জনসাধারণ যাতে সহজে চিকিৎসাসেবা নিতে পারে সেজন্য স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহের বহির্বিভাগের রেজিস্ট্রেশন ফি ৩০ টাকার পরিবর্তে ১০ (দশ) টাকায় পুনঃনির্ধারণ করেছি।

সিটি কর্পোরেশন জেনারেল হাসাপাতালকে ৫০ শয্যাবিশিষ্ট একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালে উন্নীত করা হয়েছে, যেখানে সার্বক্ষণিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে এখানে দন্ত বহির্বিভাগ চালু করা হয়েছে। ইনস্টিটিউট অব হেল্থ টেকনোলজির অধীনে ম্যাটস কোর্স চালু করা হয়েছে। তা ছাড়া প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিবন্ধী কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য বিভাগের জন্য নতুন উদ্যোগ হিসেবে একটি স্বাস্থ্য নীতিমালা প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এ ছাড়াও –

১) জেনারেল হাসপাতালে চক্ষু বহির্বিভাগ ও ১০ (দশ) শয্যাবিশিষ্ট বার্ন ইউনিট চালুকরণ

২) মাতৃসদন হাসপাতাল এবং জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসা সেবাসমূহের বিভিন্ন ফি পুনঃনির্ধারণ

৩) সিটি কর্পোরেশন মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত জুনিয়র মিডওয়াইফারি কোর্সকে ১৮ (আঠারো) মাস থেকে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে উন্নীত করে ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করা এবং

৪) ইনস্টিটিউট অব হেল্থ টেকনোলজি এন্ড ম্যাটস-এ বিভিন্ন বি.এসসি কোর্স চালুকরণ।

আপনারা শুনে আনন্দিত হবেন যে, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ইপিআই কার্যক্রমে সর্বোচ্চ সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক Highest Improvement Award লাভ করেছে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে ০১টি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন, জেনারেল হাসপাতালে ICU, CCU, HDU ডায়ালেসিস ইউনিট স্থাপন ও মেমন মাতৃসদন হাসপাতাল-সহ অন্যান্য মাতৃসদন হাসপাতালে NICU (Neonatal Intensive Care Unit) চালুকরণ।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে বিভিন্ন সেবা ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যে মহানগরীকে সার্বিকভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, মশক ও দূষণমুক্ত রাখা কর্পোরেশনের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এ নগরীকে গ্রিন ও কিন সিটিতে রূপান্তর করার লক্ষ্যে জবাবদিহিতার মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন বিভাগের কাজের মান আরো উন্নত ও গতিশীল করার নিমিত্তে প্রত্যেক ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলরদের সার্বিক সহযোগিতায় স্ব-স্ব ওয়ার্ডের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম দিনের পরিবর্তে প্রত্যহ রাত ১১ ঘটিকা হতে

ভোর ৬ ঘটিকা পর্যন্ত পরিচালিত হচ্ছে। পরিচ্ছন্ন কাজে বিগত এক বছরে ০৭টি ডাম্প ট্রাক, ৩০টি নতুন আবর্জনাবাহী টেম্পু যুক্ত হয়েছে।

নাগরিক স্বার্থে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত নগরী নিশ্চিত করার জন্য ডোর টু ডোর বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণের একটি মেগা প্রকল্প গ্রহণ করেছি। গৃহস্থালী/দোকান/মার্কেট/হাট-বাজার ইত্যাদির সৃষ্টি আবর্জনা ডোর টু ডোর সংগ্রহপূর্বক রিকশা ভ্যান-এর মাধ্যমে নিকটস্থ' STS-এ নেয়া হবে, তৎপর ট্রাকের মাধ্যমে সরাসরি ডাম্পিং গ্রাউন্ডে অপসারণ করা হবে। যেখানে STS নেই সেখানে একটি নির্দিষ্ট জায়গা হতে আবর্জনা সরাসরি আবর্জনাবাহী ডাম্প ট্রাকে তোলা হবে। চট্টগ্রামকে পরিচ্ছন্ন নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে ডোর টু ডোর বর্জ্য সংগ্রহ একটি যুগান্তকারী গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ১ আগস্ট হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬-এর মধ্যে ৫টি ধাপে ৪১টি ওয়ার্ডে ডোর টু ডোর বর্জ্য সংগ্রহ করা হবে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে অতিরিক্ত ২ হাজার সেবক ১০ লক্ষ বিন ও ২ হাজার রিকশা ভ্যান প্রয়োজন হবে। এ খাতে বেতনভাতা বাবদ বৎসরে প্রায় ২৮.৫০ কোটি টাকা এবং ভ্যান ও বিন বাবদ প্রায় ৬০ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে।

ক্লিন সিটির পাশাপাশি গ্রিন সিটি বাস্তবায়ন আমার অন্যতম অঙ্গীকার। এ লক্ষ্যে নগরীর দীর্ঘদিনের জঞ্জাল ৪,৯৫৮টি বিলবোর্ড, ওভারহেড, ইউনিপোল, মিনিপোল, মেগা সাইন, বেল সাইন, সাইনবোর্ড ইত্যাদি অপসারণ করে বিলবোর্ড মুক্তকরণ কর্মসূচি শতভাগ বাস্তবায়ন করেছি। দৈত্যাকার এ বিলবোর্ডসমূহ নগরীর আকাশও দখল করে নিয়েছিল। কালবৈশাখি-ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ-এ বিলবোর্ডগুলো হতে পারত অসংখ্য মানুষের মৃত্যুর কারণ।

চট্টগ্রামবাসী এখন বিলবোর্ডমুক্ত খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস নিতে সক্ষম হচ্ছেন। মানুষ এখন সবুজ পাহাড় আর সবুজ প্রকৃতি দেখে মুগ্ধ। চট্টগ্রাম ফিরে পেয়েছে হাজার বছরের নৈসর্গিক সৌন্দর্য। চট্টগ্রাম এখন সবুজের স্বর্গপুরী। নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সকল রাস্তার ডিভাইডার ও ফুটপাথকে যথাযথ বিউটিফিকেশনের আওতায় এনে সবুজায়ন-সহ সবুজ প্রকৃতিকে রক্ষা করা হবে। এ নগরীকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং নাগরিকসেবা অব্যাহত রাখতে আমি নগরবাসীর সার্বিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি।

কর্পোরেশনের পৌরকর সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদকরণ, কর প্রদানে সম্মানিত হোল্ডিং মালিকগণের অযথা হয়রানি বন্ধ, কর বিভাগের দুর্নীতি প্রতিরোধে এবং অনলাইন ট্যাক্স পেমেন্ট সিস্টেম চালু করার প্রত্যয়ে হোল্ডিং-এর যাবতীয় তথ্য Holding Tax Management System (HTMS) সফ্‌টওয়্যারে ইনপুট দেয়া হয়েছে।

আশা করা যাচ্ছে চলতি অর্থ বছরের মধ্যে চট্টগ্রাম মহানগরীর আওতাধীন সকল ট্রেড লাইসেন্স অটোমেশনের আওতায় আসবে। এ ছাড়া এ পদ্ধতির শক্তিশালী মনিটরিং ব্যবস্থার কারণে কর আদায়কারীগণের কোনো অনিয়ম করার সুযোগ থাকবে না। 'এইচটিএমএস' পদ্ধতিতে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে গৃহকর আদায় শুরু হলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যপূরণ সম্ভব বলে মনে করছি। গৃহকর আদায় অটোমেশনের আওতায় এলে বা 'এইচটিএমএস' পদ্ধতি চালু হলে নগরবাসী উপকৃত হবেন। নগরবাসী ঘরে বসেই যাবতীয় তথ্য জানতে পারবেন। ফলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন ডিজিটাল বাংলাদেশ করার যে প্রক্রিয়া তাতেও আমরা শরিক হলাম। শীঘ্রই চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড অটোমেশনের আওতায় আনা হবে।

নগরবাসীর আবাসন সংকট নিরসনকল্পে আমি দায়িত্বভার গ্রহণের পর লেক সিটি হাউজিং-এ ৫৪৮টি প্লট গ্রহীতার মধ্যে বর্তমানে ''এ'' ব্লকের ৭০টি প্লট রেজিস্ট্রি প্রদান করেছি। বি ও সি ব্লকের কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে রয়েছে। নগরীর মধ্য আয়ের লোকদের আবাসন সমস্যা সমাধানকল্পে অক্সিজেন অ্যাপার্টমেন্টে ৭২টির মধ্যে ৫৫টি ফ্যাট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ইসলামাবাদ অ্যাপার্টমেন্ট মাদারবাড়ী ৯৬টি ফ্যাট নির্মাণপূর্বক সব কটি ফ্যাট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ইসলামাবাদ অ্যাপার্টমেন্টের ৪নং ভবনে আরো ৩২টি ফ্যাট উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

বহদ্দারহাট ও চকবাজারের কাঁচা বাজারের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ ছাড়া প্রস্তাবিত নিম্নবর্ণিত প্রকল্পসমূহ যেমন : মাদারবাড়ী ইসলামাবাদ অ্যাপার্টমেন্ট ভবন-৪, রাজগরিয়া ভবন, বহদ্দারহাট কাঁচা বাজার, চকবাজার কাঁচা বাজার, লালচান্দ রোডে অ্যাপার্টমেন্ট প্রকল্প, বহদ্দারহাট এফআইডিসি রোডে চসিক-এর নিজস্ব ভূমিতে গার্মেন্টস ভিলেজ স্থাপনের জন্য ইতোমধ্যে বিজিএমইএ-এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এতে সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের গার্মেন্টস শিল্পের বিকাশ, উন্নয়ন ও অগ্রগতির সাথে বৈদেশিক আয়ও বৃদ্ধি পাবে এবং জনকল্যাণেও ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত সড়ক, ব্রিজ, কালভার্ট, নর্দমা, ফুটপাত প্রতিরোধ দেওয়াল ও গভীর নলকূপের বর্তমান চিত্র :

অ্যাসফল্ট তথা পিচ ঢালা সড়ক মোট সংখ্যা ১১৪০টি, মোট দৈর্ঘ্য ৬২০ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ৭.২০ মি.
কংক্রিট সড়ক মোট সংখ্যা ১১০৯টি, মোট দৈর্ঘ্য ২৪৯ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ৩.৫৫ মি.
ব্রিক সলিং সড়ক মোট সংখ্যা ২৩৫টি, মোট দৈর্ঘ্য ৫৮.৫ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ৩.৫০ মি.
কাঁচা সড়ক মোট সংখ্যা ২৪৫টি, মোট দৈর্ঘ্য ৪৮.০০ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ৩.৮০ মি.
খালের মোট সংখ্যা ১১৮টি (শাখা-প্রশাখা-সহ) মোট দৈর্ঘ্য ১৮২.২৫ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ৭.২৮ মি. কাঁচা অংশের দৈর্ঘ্য ১১০ কি.মি.
পাকা নর্দমা মোট দৈর্ঘ্য ৭১০ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ১.১০ মি.
কাঁচা নর্দমা মোট দৈর্ঘ্য ৫৫ কি.মি. এবং গড় প্রস্থ ১.৪০ মি.
ফুটপাথ মোট সংখ্যা ১৩৫টি, মোট দৈর্ঘ্য ১৫০ কি.মি.এবং গড় প্রস্থ ১.৮০মি.
প্রতিরোধ দেওয়াল মোট দৈর্ঘ্য ৮০ কি.মি.এবং গড় প্রস্থ ১.২৫ মি.
মোট ব্রিজ ১৯২টি, গভীর নলকূপ ৩৮৫টি, কালভার্ট ৯৯৮টি

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৯৫৮২.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮৭.৪৭ কি.মি. রাস্তা, ১৩৩৮.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৪৮.৬২ কি.মি. খাল/নর্দমা হতে মাটি উত্তোলন ও অপসারন। ১৪১১.৪২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২১.৭১ কি.মি. নালা/নর্দমা নির্মাণ। ১০৮.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২.৭১ কি.মি. ফুটপাথ নির্মাণ। ২৪০.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০.৮৩ কি.মি. প্রতিরোধ দেওয়াল নির্মাণ। ৭৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৯টি ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ। ১২০৭.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৩টি ভবন নিমার্ণ/সংস্কার। ১৩.৭৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩টি নলকূপ স্থাপন ও উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। এডিপি খাতে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৬২৪২.৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬২.১৭ কি.মি. রাস্তা, ১২৭.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে

৪টি ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ। ৬২.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০.৭৯ কি.মি. নালা/নর্দমা নির্মাণ এর কাজ চলমান রয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ১৭৫৮.৮৯ লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে মোট ১৭৯৩৬.১৫ ঘন মিটার মাটি বিভিন্ন নালা-নর্দমা হতে উত্তোলনপূর্বক অপসারণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও ৪১টি ওয়ার্ডে ৮৮,৯২০ জন শ্রমিক দ্বারা এবং স্কেভেটরের মাধ্যমে ৩৬৮.৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন নালা-নর্দমা খাল থেকে মাটি উত্তোলন করা হয়। ফলে চলমান বর্ষা মৌসুমে পূর্বের তুলনায় জলাবদ্ধতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। প্রতিটি ওয়ার্ডে অতিরিক্ত দৈনিকভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ করে এবং নিজস্ব ও ভাড়ায় চালত স্কেভে র দ্বারা বিভিন্ন খাল ও নালা হতে নিয়মিত মাটি উত্তোলন ও অপসারণের মাধ্যমে খাল ও নালাসমূহ পরিস্কার রাখার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বর্তমান জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য যান্ত্রিক শাখায় ৫টি নতুন ডাম্প ট্রাক, ০১টি স্কেভেটর এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট কাজ আরো গতিশীল হবে এবং চট্টগ্রাম মহানগরীর সম্মানিত জনগণ এর সুফল ভোগ করবেন। সাম্প্রতিককালে চীন সফরকালীন সময়ে চীনা বিশেষজ্ঞগণের সাথে এ বিষয়ে বৈঠক হয়েছে। চট্টগ্রাম মহানগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করে চট্টগ্রাম মহানগরীর জলাবদ্ধতা সমস্যাযুক্ত বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। বর্তমানে তাঁদের সমীক্ষা চলমান রয়েছে। ভবিষ্যতে তাঁরা চট্টগ্রাম মহানগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনে কাজ সম্পন্ন করলে জলাবদ্ধতার সমস্যা হ্রাস পাবে।

নগরবাসীর দোরগোড়ায় সহজে, দ্রুত সময়ে এবং স্বল্প খরচে সকল ধরনের সরকারি এবং বেসরকারি সেবা পৌঁছানোর প্রয়াসে একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি ওয়ার্ডে নগর ডিজিটাল সেন্টার কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। প্রতিটি ওয়ার্ডের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের নিমিত্তে প্রতিটি ওয়ার্ডে কম্পিউটার ও প্রিন্টার সরবরাহ করা হয়েছে। প্রতিটি বিভাগের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা আনয়ন ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলার জন্য অটোমেশন কার্যক্রমের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ইতোমধ্যে Vehicle Tracking System চালু করা হয়েছে এবং পুরো নগরভবনকে CCTV-এর আওতায় আনা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাসমূহ :

১. চট্টগ্রামকে গ্রিন ও ক্লিন সিটিতে পরিণত করা।

২. নগরীর ছাত্রীদের এবং কর্মজীবী মহিলাদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য বিশেষ রুটে ২০টি এসি বাস চালুকরণ।

৩. জলাবদ্ধতা নিরসনে ১৯৯৫ সালে প্রস্তাবিত ড্রেনেজ মাস্টার প্ল্যান এর যুগোপযোগী বাস্তবায়ন।

৪. নগরীর যানজট নিরসনে বাস-ট্রাক টার্মিনাল স্থাপন।

৫. কালুরঘাটে গার্মেন্ট পল্লি স্থাপন।

৬. অত্যাধুনিক ও উন্নত সুযোগ সুবিধা সংবলিত নগরভবন নির্মাণ।

৭. চট্টগ্রামে পর্যটনের উন্নয়ন (পতেঙ্গা ও ঠান্ডাছড়ি)।

৮. সাইকোন সেন্টার-সহ স্কুল নির্মাণ।

৯. বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্ল্যান্ট স্থাপন।

১০. বাকলিয়া স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের স্পোর্টস কমপ্লেক্স হিসেবে উন্নয়ন।

১১. জাইকার সহায়তার অত্যাধুনিক সলিড ওয়েষ্ট ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থার প্রবর্তন।

১২. নগরীতে বিদ্যমান অব্যবহৃত পাহাড়সমূহকে পরিকল্পিত উন্নয়নের আওতায় নিয়ে সেখানে বিনোদন/পর্যটন, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য আবাসন সুবিধা হিসেবে গড়ে তোলা।

১৩. চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ২৬টি খাল খনন এবং প্রয়োজনীয় পাম্প হাউস-সহ স্লুইস গেট নির্মাণ।

১৪. কর্পোরেশনের সাগরিকা স্টোর এলাকার সামগ্রিক মাস্টার প্ল্যান তৈরি ও সেখানে আন্তর্জাতিক মানের বাণিজ্যিক স্থাপনা নির্মাণ।

১৫. কর্পোরেশনের এলাকায় অবস্থিত আগ্রাবাদ ডেবা, পাহাড়তলী জোড়া দিঘি, বেলুয়ার দিঘি, আসকার দিঘি ইত্যাদির সংরক্ষণের পাশাপাশি অন্যান্য ব"হদাকার পুকুর ও জলাশয় সংরক্ষণ করা।

১৬. নগরীতে বিদ্যমান খেলার মাঠ ও উন্মুক্ত স্থানমূহের সংরক্ষণ।

১৭. পাহাড়ে বসবাসকারী ঝুঁকিপূর্ণ বস্তিবাসীদের জন্য বহুতল ফ্যাট নির্মাণ।

১৮. নগরীর পতেঙ্গা হতে ফৌজদারহাট পর্যন্ত সমুদ্রসৈকত উন্নয়ন।

১৯. বিশেষ রুটে কমিউটার ট্রেন সার্ভিস চালুকরণ।

২০. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সেল গঠন (পর্যাপ্ত লোকবল ও সরঞ্জমাদি-সহ)।

২১. পাহাড়ের পাদদেশে সুবিধাজনক স্থানে জলাধার স্থাপন।

২২. চট্টগ্রাম (সদরঘাট) হতে সুবিধাজনক রুটসমূহে নৌপরিবহণ চালুকরণ।

২৩. ইনার রিং রোড নির্মাণ (কালুরঘাট শিল্পাঞ্চলকে চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে দ্রুততম সময়ে সংযোগ স্থাপনের জন্য শাহ আমানত ব্রিজ হতে কালুরঘাট ব্রিজ পর্যন্ত চার লেন রাস্তা, বাঁধ ও সংযুক্ত খালসমূহে স্লুইস গেট নির্মাণ)।

২৪. নগরীতে প্রয়োজনীয় ফাইওভার নির্মাণ।

২৫. নতুন অ্যাসফল্ট প্ল্যান্ট স্থাপন।

২৬. প্রিমিয়ার ড্রিঙ্কিং ওয়াটার প্ল্যান্টের প্রয়োজনীয় সংস্কার।

২৭. হালিশহর টিজি ও আরেফিন নগর টিজি তে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন।

২৮. সি.এন.জি-প্ল্যান্টে ২ (দুই)টি নতুন কম্প্রেসার মেশিন স্থাপন।

২৯. দামপাড়ায় ১ (এক)টি নতুন ফিলিং স্টেশন স্থাপন।

৩০. নগরীর সকল সড়ক বাতি এলইডি বাতিতে রূপান্তর।

৩১. সাগরিকাস্থ টিউব-লাইট ফ্যাক্টরিকে এল. ই.ডি. বাতি ফ্যাক্টরিতে রূপান্তর।

৩২. কর্পোরেশন এলাকায় রাস্তার দুই পার্শ্বে ও মিড আইল্যান্ডের বাগান এবং বিভিন্ন পার্কে রঙিন এল.ই.ডি. গার্ডেন লাইট স্থাপন।

৩৩. ৪১টি ওয়ার্ডের চাহিদার প্রেক্ষিতে এবং প্রধান প্রধান সড়কে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বৈদ্যুতিক পোল স্থাপন।

৩৪. সেবক কলোনি-সহ অন্যান্য স্থাপনায় বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র স্থাপন।

৩৫. ট্রাফিক সিগন্যাল বাতির আধুনিকায়ন ও নতুন প্রযুক্তি সংযোজন।

৩৬. সমগ্র নগরীকে Beautification-এর আওতায় আনয়ন।

আমি মনে করি, নগরবাসীর প্রয়োজনীয় নাগরিক সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে কর্পোরেশনের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। চট্টগ্রাম নগরবাসী আমাকে মেয়র হিসেবে নির্বাচিত করে যে গুরুদায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করেছেন, সকলের সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণে সে পবিত্র দায়িত্ব সততা, নিষ্ঠা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে পালন করে সমৃদ্ধ ''ক্লিন ও গ্রিন'' সিটি গড়ে তুলতে সক্ষম হব ইনশাল্লাহ।

পরিশেষে, আমি কর্পোরেশনের সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আপনাদের গঠনমূলক সমালোচনা ও আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি। এখন বাজেট-এর খাতওয়ারি বিবরণী উপস্থাপনের জন্য অর্থ ও সংস্থাপন স্ট্যান্ডিং কমিটির সম্মানিত সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলমকে অনুরোধ করছি।

তারিখ-
২৪ আশ্বিন ১৪২৩ বঙ্গাব্দ।
৯ অক্টোবর ২০১৬ খ্রি.।

(আ. জ. ম. নাছির উদ্দীন)
মেয়র
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

সংশোধিত বাজেট ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর
এবং বাজেট ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর

আয় খাত

ক্রমিক নং	বিবরণী	বাজেট ২০১৬-২০১৭	সংশোধিত বাজেট ২০১৫-২০১৬	বাজেট ২০১৫-২০১৬
১	২	৩	৪	৫
	প্রাপ্তি ঃ			
১।	বকেয়া কর ও অভিকর-(নগদান নোট-১)	২৪২,৪৬,৫২,০০০.০০	৩৪,০০,০০,০০০.০০	২১৬,৯৫,০৩,০০০.০০
২।	হাল কর ও অভিকর-(নগদান নোট-২)	৫৫০,৮৯,৪৮,০০০.০০	৮৩,৬০,৬১,০০০.০০	১২৫,২৬,৯৭,০০০.০০
৩।	অন্যান্য করাদি- (নগদান নোট-৩)	২২২,২৭,০০,০০০.০০	১০৬,৪৬,৫০,০০০.০০	১৩৯,৫৩,০০,০০০.০০
৪।	ফিস- (নগদান নোট-৪)	৬১,৬৭,০০,০০০.০০	৩৬,৯১,০৫,০০০.০০	৩৭,১২,০০,০০০.০০
৫।	জরিমানা-	৩০,০০,০০০.০০	২০,০০,০০০.০০	৩০,০০,০০০.০০
৬।	সম্পদ হতে অর্জিত ভাড়া ও আয়-(নগদান নোট-৫)	৭২,১২,০০,০০০.০০	৩৮,৬৩,৫০,০০০.০০	৬২,৫৫,০০,০০০.০০
৭।	সুদ-	৫,০০,০০,০০০.০০	২,৫০,০০,০০০.০০	৮,৫০,০০,০০০.০০
৮।	বিবিধ আয়- (নগদান নোট-৬)	১৮,১৫,০০,০০০.০০	১০,৭৭,৫০,০০০.০০	১৪,৮১,০০,০০০.০০
৯।	ভর্তুকি- (নগদান নোট-৭)	২৪,৫৫,০০,০০০.০০	১৬,০১,০০,০০০.০০	১৬,৬৫,০০,০০০.০০
	নিজস্ব উৎসে মোট প্রাপ্তি =	**১১৯৭,৪২,০০,০০০.০০**	**৩২৯,১০,১৬,০০০.০০**	**৬২১,৬৮,০০,০০০.০০**
১০।	ত্রাণ সাহায্য-	২০,০০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০	৪০,০০,০০০.০০
১১।	উন্নয়ন অনুদান- (নগদান নোট-৮)	৯৮৫,১০,০০,০০০.০০	২২৭,৮০,৮৪,০০০.০০	৯৭২,০০,০০,০০০.০০
১২।	অন্যান্য উৎস- (নগদান নোট-৯)	৪২,৯৫,০০,০০০.০০	৩৫,৭০,০০,০০০.০০	৩৮,৭০,০০,০০০.০০
	মোট =	**১০২৮,২৫,০০,০০০.০০**	**২৬৩,৫৫,৮৪,০০০.০০**	**১০১১,১০,০০,০০০.০০**
	সর্বমোট প্রাপ্তি =	**২২২৫,৬৭,০০,০০০.০০**	**৫৯২,৬৬,০০,০০০.০০**	**১৬৩২,৭৮,০০,০০০.০০**

(আ.জ.ম নাছির উদ্দীন)
মেয়র
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

সংশোধিত বাজেট ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর

এবং বাজেট ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর

ব্যয় খাত

ক্রমিক নং	বিবরণী	বাজেট ২০১৬-২০১৭	সংশোধিত বাজেট ২০১৫-২০১৬	বাজেট ২০১৫-২০১৬
১	২	৩	৪	৫
	পরিশোধ ঃ			
১।	বেতন ভাতা ও পারিশ্রমিক-(নগদান নোট-১০)	২৭৮,৩৬,০০,০০০.০০	১৮০,৫৪,১০,০০০.০০	১৯৭,৪৩,০০,০০০.০০
২।	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ-(নগদান নোট-১১)	৯৫,৪৫,০০,০০০.০০	২৬,৩৭,০০,০০০.০০	৬০,১৫,০০,০০০.০০
৩।	ভাড়া কর ও অভিকর-(নগদান নোট-১২)	৪২,৭০,০০,০০০.০০	১১,৯৫,০০,০০০.০০	৬১,৮৫,০০,০০০.০০
৪।	বিদ্যুৎ জ্বালানি ও পানি-(নগদান নোট-১৩)	৪৫,২০,০০,০০০.০০	২৯,১৫,০০,০০০.০০	৩৮,৯০,০০,০০০.০০
৫।	কল্যাণমূলক ব্যয়-(নগদান নোট-১৪)	২৯,৭০,০০,০০০.০০	৩,২৫,০০,০০০.০০	১২,৯৫,০০,০০০.০০
৬।	ডাক তার ও দূরালাপনী-(নগদান নোট-১৫)	১,৭৩,০০,০০০.০০	৪১,৫০,০০০.০০	১,৫৩,৮০,০০০.০০
৭।	আতিথেয়তা ও উৎসব-(নগদান নোট-১৬)	৩,২০,০০,০০০.০০	১,৪৮,৫০,০০০.০০	১,৩৬,০০,০০০.০০
৮।	বীমা-(নগদান নোট-১৭)	৩৩,০০,০০০.০০	১০,০০,০০০.০০	২৩,০০,০০০.০০
৯।	ভ্রমণ ও যাতায়াত-(নগদান নোট-১৮)	১,০৫,০০,০০০.০০	২১,৫০,০০০.০০	৫৫,০০,০০০.০০
১০।	বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা-(নগদান নোট-১৯)	৭,৮০,০০,০০০.০০	৩,৭০,৫০,০০০.০০	৪,৯০,০০,০০০.০০
১১।	মুদ্রণ ও মনিহারি-(নগদান নোট-২০)	৪,২৮,০০,০০০.০০	১,৩৩,২৫,০০০.০০	৩,৩১,০০,০০০.০০
১২।	ফিস বৃত্তি ও পেশাগত ব্যয়-(নগদান নোট-২১)	১,৪৫,০০,০০০.০০	৪২,০০,০০০.০০	১,১০,৫০,০০০.০০
১৩।	প্রশিক্ষণ ব্যয়-(নগদান নোট-২২)	৫১,০০,০০০.০০	৫,৫০,০০০.০০	৪১,০০,০০০.০০
১৪।	বিবিধ ব্যয়-(নগদান নোট-২৩)	১৪,৩০,৫০,০০০.০০	৭,০১,৬০,০০০.০০	৮,৭১,৫০,০০০.০০
১৫।	ভান্ডার-(নগদান নোট-২৪)	১০৪,৫০,০০,০০০.০০	২৮,২৫,০০,০০০.০০	৪৮,৫০,০০,০০০.০০
	মোট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ=	**৬৩০,৫৬,৫০,০০০.০০**	**২৯৪,২৫,৪৫,০০০.০০**	**৪৪১,৮৯,৮০,০০০.০০**
১৬।	ত্রাণ ব্যয়-	২০,০০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০	৪০,০০,০০০.০০
১৭।	বকেয়া দেনা-(নগদান নোট-২৫)	১৭৬,৩৮,০০,০০০.০০	৫৯,২৫,০০,০০০.০০	১৯৫,০০,০০,০০০.০০
১৮।	স্থায়ী সম্পদ-(নগদান নোট-২৬)	২৫৭,৩০,০০,০০০.০০	২৯,৮০,০০,০০০.০০	১৭০,৮০,০০,০০০.০০
১৯।	উন্নয়ন-(নগদান নোট-২৭)	১১২১,০০,০০,০০০.০০	১৭৩,৯১,৩৪,০০০.০০	৭৮৫,১০,০০,০০০.০০
২০।	অন্যান্য ব্যয়-(নগদান নোট-২৮)	৩৭,৮৫,০০,০০০.০০	৩৩,১৬,৫০,০০০.০০	৩৭,৫৫,০০,০০০.০০
	মোট=	**১৫৯২,৭৩,০০,০০০.০০**	**২৯৬,১৭,৮৪,০০০.০০**	**১১৮৮,৮৫,০০,০০০.০০**
	মোট=	**২২২৩,২৯,৫০,০০০.০০**	**৫৯০,৪৩,২৯,০০০.০০**	**১৬৩০,৭৪,৮০,০০০.০০**
	উদ্বৃত্ত=	**২,৩৭,৫০,০০০.০০**	**২,২২,৭১,০০০.০০**	**২,০৩,২০,০০০.০০**
	সর্বমোট=	**২২২৫,৬৭,০০,০০০.০০**	**৫৯২,৬৬,০০,০০০.০০**	**১৬৩২,৭৮,০০,০০০.০০**

(আ.জ.ম নাছির উদ্দীন)
মেয়র
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন